করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে হযরত পৌল রা. লেখা প্রথম চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৭

(১) তোমরা আমাকে যে-সব বিষয়ে লিখেছো, এবার সে-প্রসঙ্গে আসা যাক: "কোনো নারীকে স্পর্শ না করা একজন পুরুষের জন্য ভালো।" (২)কিন্তু যৌন অনৈতিকতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রত্যেক পুরুষের নিজের স্ত্রী থাকা আর প্রত্যেক মহিলার নিজের স্বামী থাকা উচিত।

(৩)বিবাহিত জীবনে স্বামীর কাছে স্ত্রীর যা পাওনা, সে তাকে তা দিক; একইভাবে স্ত্রীর কাছে স্বামীর যা পাওনা, সেও তাকে তা দিক। (৪)কারণ স্ত্রীর দেহের ওপর অধিকার তার নিজের নয়, বরং তার স্বামীর; একইভাবে স্বামীর দেহের ওপর অধিকার তার নিজের নয়, বরং তার স্ত্রীর রয়েছে।

(৫)তোমরা একে অন্যকে এ-অধিকার থেকে বঞ্চিত করো না; তবে একমত হয়ে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত, তোমরা নিজেদেরকে ইবাদতে মসগুল রাখার জন্য, আলাদা থাকতে পারো; তারপরে আবার দুজনে মিলিত হয়ো, যেনো তোমাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অভাবে শয়তান তোমাদেরকে গুনাহে ফেলতে না-পারে।

(৬)একথা আমি তোমাদেরকে হুকুম দিয়ে নয়, বরং অনুমতি দিয়েই বলছি। (৭)মন চায় যে, সবাই যদি আমার মতো হোতো! কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে একেকজন একেকরকম দান পেয়েছে; একজনের দান একরকম, আবার অন্যজনের দান অন্যরকম।

(৮)অবিবাহিত আর বিধবাদের আমি বলছি, তাদের জন্য উত্তম হলো আমার মতো অবিবাহিত থাকা। (৯)কিন্তু তারা যদি আত্মসংযমের অনুশীলন না-করে, তাহলে বিয়ে করুক; কারণ কামনার আগুনে পুড়ে মরার চেয়ে বিয়ে করাই বরং ভালো।

(১০)যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের আমি এই হুকুম দিচ্ছি- অবশ্য আমি না বরং আল্লাহই দিচ্ছেন- স্ত্রী যেনো তার স্বামীর কাছ থেকে আলাদা না হয়।

(১১)কিন্তু যদি সে চলেই যায়, তাহলে সে আর বিয়ে না-করুক কিংবা তার স্বামীর সাথে বিরোধ মিটিয়ে ফেলুক; আর স্বামীও তার স্ত্রীকে তালাক না-দিক।

(১২)অন্য সবাইকে আমি বলছি- আল্লাহ নয় বরং আমি বলছি- যে, কোনো ইমানদার ভাইয়ের যদি অবিশ্বাসী স্ত্রী থাকে আর সেই স্ত্রী তার সাথে থাকতে রাজি থাকে, তাহলে সে তাকে তালাক না-দিক। (১৩)আবার কোনো মহিলার

যদি অ-ইমানদার স্বামী থাকে আর সেই স্বামী তার সাথে থাকতে রাজি থাকে, তাহলে সে তাকে তালাক না-দিক। [১৪]কারণ স্ত্রীর মধ্য দিয়ে অ-ইমানদার স্বামী আর স্বামীর মধ্য দিয়ে অ-ইমানদার স্ত্রী পবিত্র হয়েছে। নইলে তোমাদের ছেলে-মেয়েরা তো নাপাক হতো; কিন্তু আসলে তারা পবিত্র। [১৫]কিন্তু সেই অ-ইমানদার স্বামী বা স্ত্রী যদি আলাদা হতে চায়, তাহলে তা হোক। এক্ষেত্রে সেই ভাই বা বোন কোনো নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ নয়। আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তিতে থাকার জন্য ডেকেছেন। [১৬]স্ত্রী, তুমি যা জানো, তুমি তোমার স্বামীকে বাঁচাতে পারবে। স্বামী, তুমি যা জানো, তুমি তোমার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারবে।

[১৭]সে যা-ই হোক না কেনো, আল্লাহ তোমাদের যার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং যে-জন্য তোমাদের ডেকেছেন, তোমরা প্রত্যেকে সেভাবে জীবন-যাপন করো। সমস্ত ইমানদার দলে এটাই আমার নিয়ম।

[১৮]আহ্বান পাবার আগে কেউ কি খতনাপ্রাপ্ত ছিলো? তাহলে সে তার খতনার চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা না-করুক। আহ্বান পাবার আগে কেউ কি খতনাহীন ছিলো? তাহলে সে খতনাকরার চেষ্টা না-করুক। [১৯]খতনা করানো বা না-করানোয় কিছুই এসে যায় না, বরং আল্লাহর হুকুম পালন করাই হলো আসল কথা। [২০]তোমাদের যাকে যে-অবস্থায় আহ্বান করা হয়েছে, তোমরা সেই অবস্থাতেই থাকো।

[২১]তোমাকে আহ্বানের সময় তুমি কি গোলাম ছিলে? সেজন্য দুঃখ করো না। অবশ্য তুমি যদি স্বাধীনতা পেয়ে যাও, তাহলেও তোমার বর্তমান অবস্থাকেই আরো বেশি সার্থক করে তুলো। [২২]গোলাম অবস্থায় যে ব্যক্তি মসিহের আহ্বান পেয়েছে, সে তো মসিহেরই স্বাধীন করা লোক; একইভাবে স্বাধীন অবস্থায় যে ব্যক্তি আহ্বান পেয়েছে, সে তো মসিহেরই গোলাম। [২৩]দাম দিয়ে তোমাদের কেনা হয়েছে; সুতরাং মানুষের গোলাম হয়ো না।

[২৪]ভাই ও বোনেরা, আহ্বানের সময় তোমরা যে-অবস্থায় ছিলে, আল্লাহকে স্মরণ রেখে সে-অবস্থাতেই থাকো। [২৫]কুমারীদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছ থেকে আমি কোনো নির্দেশনা পাইনি, তবে আল্লাহর রহমতে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে আমি আমার মতামত জানাচ্ছি।

[২৬]উপস্থিত সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি, যে যে-অবস্থায় আছো, তোমাদের পক্ষে সে-অবস্থায় থাকাই ভালো। [২৭]তোমার কি স্ত্রী আছে? তাহলে মুক্ত হতে চেষ্টা করো না। তোমার কি স্ত্রী নেই? তাহলে বিয়ে করার চেষ্টা করো না।

[২৮]কিন্তু বিয়ে যদি তুমি করোই, তাতে তোমার কোনো গুনাহ হবে না এবং কোনো কুমারী যদি বিয়ে করে, তাহলে তারও কোনো গুনাহ হবে না। তবুও যারা বিয়ে করে, এই জীবনে তারা যন্ত্রণা ভোগ করবেই, আর এই যন্ত্রণা থেকে আমি তোমাদের মুক্তি চাই।

[২৯]ভাই ও বোনেরা, আমি বলতে চাইছি- নির্ধারিত সময় নিকটবর্তী; কাজেই এখন থেকে বিবাহিতরা এমনভাবে চলুক, যেনো তাদের স্ত্রী নেই; [৩০]এবং শোকার্ত যারা, তারা যেনো শোকার্তই নয়, যারা আনন্দিত, তারা

যেনো আনন্দিতই নয়, যারা কেনাকাটা করছে, তাদের যেনো কোনো সম্পদই নেই; [৩১]এবং যারা দুনিয়াবি লেনদেনের সাথে জড়িত, তারা যেনো কোনো লেনদেনের সাথেই জড়িত নয়। কারণ এই দুনিয়ার বর্তমান রূপ বিলীন হতে চলেছে।

[৩২]আমি চাই, তোমরা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকো। অবিবাহিত লোক আল্লাহর বিষয় নিয়ে ও তাঁকে কীভাবে সন্তুষ্ট করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করে। [৩৩]কিন্তু বিবাহিত লোক দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে এবং কীভাবে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করে; [৩৪]আর এভাবে তাঁর আকর্ষণ বিভক্ত হয়ে পড়ে। অবিবাহিতা নারী ও কুমারীরা আল্লাহর বিষয়ে চিন্তা করে, যাতে তারা দেহমনে পবিত্র হতে পারে। কিন্তু বিবাহিতা নারী দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে এবং কীভাবে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করে।

[৩৫]তোমাদের ভালোর জন্যই আমি একথা বলছি; তোমাদের ওপর কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেবার জন্য নয়, বরং সৎ কাজের ও সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহর কাছে নিবেদিত হওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদেরকে উৎসাহ দেবার জন্যই বলছি। [৩৬]কেউ যদি মনে করে যে, সে তার বাগদত্তার প্রতি সুবিচার করছে না, আর যদি তার অনুভূতি তীব্র হয়, এবং সেটাই হওয়া উচিত, তাহলে ইচ্ছা হলে সে বিয়ে করুক; তাতে তার কোনো গুনাহ হবে না। তারা বিয়ে করুক।

[৩৭]কিন্তু কেউ যদি তার সিদ্ধান্তে অটল হয়, তার ওপর যদি কোনো বাধ্যবাধকতা না-থাকে বরং নিজের ইচ্ছার ওপর নিজের থাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, সে যদি তাকে বাগদত্তা হিসেবেই রাখবে বলে মনে-মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তাহলে সে ভালো করে। [৩৮]সুতরাং, যে তার বাগদত্তাকে বিয়ে করে সে ভালো করে; আর যে বিয়ে থেকে বিরত থাকে সে আরো ভালো করে।

[৩৯]স্ত্রী ততোদিনই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকে, যতোদিন তার স্বামী বেঁচে থাকে। কিন্তু স্বামী মারা গেলে সে স্বাধীন, যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারে, তবে সে যেনো ইমানদার হয়। [৪০]অবশ্য আমার মতে, সে যেমন আছে যদি তেমনই থাকে, তাহলে সেটা তার জন্য আরো বেশি কল্যাণকর। আমি মনে করি, আমিও আল্লাহর রুহকে পেয়েছি।